ধানের দাম বেশি তাই বাড়ছে চালের দাম

ধানের দাম বাড়ার ফলে চালের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের ব্যবসায়ীরা।

এর আগে গত সপ্তাহে সব ধরনের চালের দাম মানভেদে কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়ে যায়। ধানের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কথা বলে চালের দাম বাড়িয়ে দেন মিল মালিকরা। তবে মিল মালিকরা বলছেন, ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ছে চালের দাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পৌর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ দশ দিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

মান্নান স্টোরের মালিক আব্দুল মান্নান জানান,কয়েকদিন হলো মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং
মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন ধরনের চাল কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা কম ছিলো। তবে কেন দাম বেড়েছে এর কোন কারন তিনি জানাতে পারেনি।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাপলা ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে যে চাল বিক্রি করেছি ৪৮ টাকা কেজি। সেই চাল এখন বিক্রি করছি ৫১ টাকা কেজি।

মোটা চাল বিক্রি হতো ৩৮-৪০ টাকায়। সেটি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪২-৪৩ টাকা কেজি হিসেবে। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ধানের দাম বেড়েছে দোহায় দিয়ে সুযোগসন্ধানী অটো মিল মালিকরা চালের দাম বাড়িয়েছে।

হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাশেদ ইসলাম বলেন, ‘আমার পরিবারে সপ্তাহে ১৫ কেজি চাল লাগে। চালের মূল্য বাড়ায় সপ্তাহে বাড়তি টাকাও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু আয় না বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

শুধু রাশেদই নয় অনেকেই জানান, চালের বাড়তি দামের কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে। চালের দাম না বাড়নোর আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন বলেন, বর্তমানে কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের চালের চাহিদা বেশি থাকায় ধানের বাজারও বেশি হয়। যার কারনে হিসাব মেলাতে গিয়ে বেশি দামে এ ধান কেনার ফলে চালের দামও একটু বেড়ে যায়।

নতুন ধান উঠলে আবার ধানের বাজার কমে যাবে। তখন অটোমেটিকভাবে চালের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মিলাররা কোন ঘোষণা ছাড়াই চালের দাম বাড়িয়েছে। তবে কেন বাড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা একটি টিম খাজানগর রাইচ মিল এলাকায় মিলারদের অবস্থা কি তা জানতে অভিযানে নামবো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এ,কে,এম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজারে ধানের আমদানী কম থাকায় বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যার ফলশ্রুতিতে চালের দামও বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আবার নতুন ধান উঠলে চালের দাম কমে যাবে।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন

কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের আয়োজনে বুধবার (২৩শে সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুষ্টিয়াসড়ক সার্কেলেন এক অনুষ্ঠানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদ করিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সড়ক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পিয়াস কুমার সেন ও কুষ্টিয়া সওজ প্রথম সারি কারখানা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস।
এ সময়ে ৬টি ক্যাটাগরিতে ছয়জনকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

শ্রেষ্ঠ ঠিকাদার হিসেবে মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন, শ্রেষ্ঠ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জহিরুল লিমিটেড, শ্রেষ্ঠ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মহাসড়ক) মনিরুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিভাগীয়) হাবিবুর রহমান, শ্রেষ্ঠ কার্য সহকারী আজগর আলী, শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে মোস্তফাকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানিমুল হক প্রধান অতিথি সড়ক ও জনপথ বিভাগের কুষ্টিয়া সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাসুদ করিমকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক ইশারা ভাষা দিবস ও বধির সপ্তাহ পালন

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ইশারা ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক বধির সপ্তাহ উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা, র্যালী ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা মূক ও বধির সংস্থার কার্যালয়ে দিবসটি সফল করতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক রোকসানা পারভীন।

তিনি বলেন, সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় শ্রবণ-বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে না পারলে তাদের উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় দেশের সার্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ও কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এতে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা মূক ও বধির সংস্থার সভাপতি মোঃ সাইফ-উল হক মুরাদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান সুমন, সহসভাপতি জামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফয়সাল সহ অন্যরা।

জীবননগরে ধানের পোকা দমনে যুবদের পার্চিং উৎসব

জীবননগরে ধানের ক্ষতি কারক পোকা ধমনে যুবদের পার্চিং উৎসব ২০২০ পালিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলার কে.ডি.কে ইউনিয়ন যুব কমিটির আয়োজনে জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের

সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলার দেহাটি গ্রামের মাঠে এ উৎসব পালন করা হয়।

কে.ডি.কে ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি দাউদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। বিশষে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি, জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর আহবায়ক ও মাই টিভির জীবননগর প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ

,

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকতা নুরুজ্জামান, যুবলীগ নেতা নাজমুল ঘশ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন কে.ডি.কে ইউনিয়ন শাখার সমন্বয়কারী নুরুল মোমেন রইচ, যুব সমাজের আহবায়ক সজিব আহম্মেদ, শামীম হোসেনসহ যুব সমাজের সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনগণের ভালোবাসায় আবারও নির্বাচন করতে বাধ্য হচ্ছি-আমাম হোসেন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন (মিলু)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

আমাম হোসেন মিলু – আমি পরপর দুইবার আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। জনগণের দেওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এরই ধারাবহিকতায় আমি বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আসন্ন ইউপি নির্বাচনে আমি অংশ নিতে চেয়েছিলাম না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে বাধ্য করেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন-আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আমাম হোসেন মিলু- আগামী নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী। ২০১১ সাল থেকে আমি নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযতভাবে পালন করেছি। আজ পর্যন্ত কোন ধরনের দুর্নীতি আমি নিজে করিনি এবং আমার ইউনিয়নের কোন সদস্যকে করতেও দিইনি। সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়াও আমি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেক্ষেত্রে আমার ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিকল্প কিছু ভাববে বলে আমার মনে হয় না। ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকেই প্রার্থী হতে চাইবে। সবাই সবার মত করে মনোনয়ন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে দলের হাইকমান্ড আছে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রি ফরহাদ হোসেন এমপি আছেন। উনি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে যোগ্য প্রার্থীরাই মনোনয়ন পাবে বলে আমি আশা করছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন -বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নেয় তাহলে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন?

আমাম হোসেন মিলু- বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে এ জন্য আমি তাদের স্বাগতম জানাই। একটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে না যায় তবে সেই দলের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যরাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। তারপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য যে পরিমাণ

উন্নয়ন করেছে এবং এই ধারাবাহিকতায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এতে জনগণ অন্য কোন দলকে সমর্থন করবে বলে আমার মনে হয় না। এছাড়াও বিএনপির মনোনয়ন বানিজ্যের কারণে ঐ সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা হারিয়ে গেছে। আমি মনে করি আগামী ইউপি নির্বাচনে শুধু মহাজনপুর ইউনিয়নই না, মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নেই নৌকার প্রার্থী জয়ী হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন- দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

আমাম হোসেন মিলু-আপনারা জানেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একটি সন্ত্রসী অধ্যুষিত এলাকা ছিল। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো না। আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমার মূল লক্ষ্য ছিল এলাকা থেকে সন্ত্রাস দমন করা। মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ও প্রশাসনের সহযোগীতায় মহাজনপুর ইউনিয়ন এখন সন্ত্রাস মুক্ত। এটা আমার জন্য বড় সাফল্য। এছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান গুলো চাকচিক্য করাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি কাজ করতে চান?

আমাম হোসেন মিলু -আমদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজ বাকি আছে। রাস্তার কিছু কাজ এখনো করা হয়নি। ব্রিজ এবং কালভাট কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজন। আমাদের বিলের সুইচ গেটের জন্য জলাবদ্ধতার কারণে এবার বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এই বিলটি খনন করে সুইচ গেটটি মেরামত করতে হবে। আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহদ্বয়ের অত্যন্ত সু দৃষ্টি আছে আমাদের ইউনিয়নের প্রতি। আমি আশা করছি আগামী এই সকল কাজ গুলো আমি করবো।

কোটচাঁদপুরে হাত ধোয়া

কর্মসূচি পালন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির সহযোগিতায় ইউ,সি,এফ-এর আলোচনা সভা ও হাত ধোয়া ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলার বলুহর ইউনিয়নের শেখ পাড়ায় পল্লী সমাজের সদস্য হালিমার বাড়িতে ইউ,সি,এফ-এর আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়।

আলোচনা সভা শেষে হাত ধোয়া কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। কর্মসূচিতে পল্লী সমাজের সদস্য ছাড়াও ওই এলাকার মহিলারা অংশ নেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগীতা করেন ব্র্যাকের এফ,ও (সি,ই,পি) রোমানা ইয়াছমীন।

মেহেরপুরে নানার বিরুদ্ধে নাতনিকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

মেহেরপুরে আশরাফ শেখ অরফে আফু(৩৮) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৮ম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। তারা সম্পর্কে দুঃসম্পর্কের নানা-নাতনি বলে জানা গেছে। বুধবার সকাল ১০টার মেহেরপুর শেখ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বুধবার সন্ধায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

৮ম শ্রেণীর ঐ ছাত্রীর মামা জানান, বুধবার সকালে আশরাফ শেখ অরফে আফুর মেয়ে আমার ভাগ্নির বান্ধবী। এই সুবাদে সে আফুর বাড়িতে যায়। পরে তার মেয়ে সিগারেট আনার কথা বলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এই সুযোগে আমার ভাগ্নিকে আফু ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে আমার ভাগ্নি সেখান থেকে পালিয়ে আসে।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমরা এরকম একটি অভিযোগ পেয়েছি। মামলাটি রেকর্ড করার প্রক্রিয়া চলছে। সেই সাথে আসামীকে

দ্রুত আটক করার চেষ্টা চলছে।

মেপ্র/এমএফআর

প্রবাসীর স্ত্রীর হত্যা মামলায় ২২ দিনেও হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন হয়নি, নেই আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দূর্বাকুন্ডু গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রী চাঞ্চল্যকর নূপুর হত্যা কান্ডের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের হওয়ার ২২ দিন অতিবাহিত হলেও এখনো হত্যাকান্ডের রহস্য উদ্ঘাটন হয়নি। হত্যার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। যে কারণে হত্যার শিকার নূপুরের স্বজনরা মামলার ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছেন। পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, দুবাই প্রবাসী মোজাম্মেল হকের স্ত্রী নূপুর খাতুন (৩৫) গত (৩ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার রাত ৮ টায় প্রতিবেশি মুসার বাড়িতে পাওনা টাকা আনতে গিয়ে নিখোঁজ হলে রাতে খোঁজাখুজির পর তার কোন সন্ধান মেলেনি।

পরদিন (৪ সেপ্টেম্বর) শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নূপুরের বসতভিটা থেকে ৪’শ গজ দূরে একটি বাগান থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নূপুরকে হত্যা করার সময় দূর্বত্তরা তার বাম চোখ উপড়ে ফেলে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান সিআইডি ও পিবিআই-এর ক্রাইমসিন ইউনিট। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারনা প্রবাসী’র স্ত্রী নুপুরকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার বাম চোঁখ উপড়িয়ে ফেলে।

ওই দিনই নিহতের জ্যৈষ্ঠ কন্যা শোভা খাতুন বাদী হয়ে সন্দেহভাজন মূসার নাম উল্ল্যেখ পূর্বক অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। তবে মামলায় নির্দিষ্টভাবে কাউকে আসামী করা হয়নি। শুধু প্রতিবেশি মুসাকে সন্দেহ করে লেনদেন জনিত কারণে তার মাকে হত্যা করতে পারে বলে এজাহারে উল্লেখ করেন মামলার বাদী

নিহত নূপুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা শোভা।

মামলা প্রসঙ্গে প্রথম বারের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইমরান আলম বলেন, নূপুর হত্যা মামলার বাদী শোভা এজাহার গর্ভে নির্দিষ্ট কাউকে আসামী করেননি। মুসা তার মাকে হত্যা করতে পারে বলে সন্দেহভাজন হিসাবে আসামী করা হয়েছে। তবে এ মামলার রহস্য দ্রুততম সময়ের মধ্যেই উন্মোচন হবে। মামলায় বাদী মুসাসহ বেশ ক’জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকেও আসামী করেন। যার নম্বর ১। তারিখ ০৪-০৯-২০২০।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, নূপুর নিখোঁজ হওয়ার রাতে মুসা তার নিজ বাড়িতেই ছিলেন। পরদিন সকালে লাশ উদ্ধার হওয়ার পর তিনি গা ঢাকা দেন। মুসার স্বজনদের দাবী নূপুরের সাথে মুসার ছিল জামাই শাশুড়ী সম্পর্ক। তাদের সাথে অর্থনৈতিক লেন-দেনও ছিল। সে কারণে তাকে হত্যা করা হবে এমন ধারনা করা ঠিক নয়। নূপুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার মা বড় ভাইসহ স্বজনরা দূর্বাকুন্ডু যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে হত্যার বিষয়টি রহস্যজনক মনে হলে নিহতের বড় ভাই নুরুজ্জামান নিজে বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করতে চান। বড় ভাই নুরুজ্জামানের অভিযোগ তাকে মামলার বাদী না করে ভাগ্নী শোভাকে বাদী করে পুলিশ মামলা নেয়। এ অবস্থায় নুরুজ্জামান গত ৭ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নিহতের স্বামী মোজাম্মেল হককে হুকুমের আসামীসহ ৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৪৬/২০। বিজ্ঞ আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে পিবিআই ঝিনাইদকে আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে তদন্তপূর্বক আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে ৪ সেপ্টেম্বর থানা পুলিশের নেওয়া মামলাটি পিবিআই সদর দপ্তরের নির্দেশে ৮ সেপ্টেম্বর মামলার যাবতীয় নথিপত্র পিবিআই তাদের হেফাজতে নেয়। দায়ের হওয়া মামলা দু’টি বর্তমানে পিবিআই তদন্ত করছে। নুরুজ্জামান জানান, হত্যার মূল রহস্য আড়াল করতে শোভাকে মামলার বাদী করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমার বোন নূপুরকে তার স্বামীর নির্দেশে আসামীরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। হত্যাকান্ডের ঘটনা থেকে নিজেদের আড়াল করতে মেয়ে শোভাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর আগে স্বামী মোজাম্মেল হক বিদেশ যাওয়ার জন্য নূপুরের পরিবারের কাছে দেড় লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে। তা দিতে অস্বীকার করায় নূপুরের উপর নির্যাতন করা হয়। এক পর্যায়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। এ ঘটনায় নূপুর যৌতুক ও

নির্যাতনের অভিযোগ এনে ১৬৮/১৮ ও ১৮২/১৮ দু’টি মামলা করেন। মামলায় স্বামী, ভাসুর ও দেবরদেরকে আসামী করা হয়। স্বামীর পরিবারের লোকজন এক পর্যায়ে মামলা আপোষ মীমাংসা করে নূপুরকে বাড়িতে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে মোজাম্মেল হক বিদেশে চলে যান। এরপর থেকে নূপুর দু’কন্যা সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ভিটায় বসবাস করে আসছেন। কিন্তু নূপুরের সাথে স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্যদের সাথে বিরোধ বিদ্যমান ছিল। বাড়িতে থাকা দেবর, ভাসুর ও তার সন্তানেরা নূপুরের উপর প্রতিশোধ নিতে কৌশল আটতে থাকে। সংসার করার জন্য নূপুর সবকিছু মেনে নিয়ে সন্তানদের সাথে বসবাস করছিলেন। এদিকে পরিবারের সদস্যরা নূপুরকে চরিত্রহীনাসহ বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে প্রবাসী মোজাম্মেলের কান ভারী করে। এসব ঘটনার জেরেই আসামীরা তার বোনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ভাই নুরুজ্জামানের দাবী। এবিষয়ে মামলার তদন্তকারী পিবিআই কর্মকর্তা এসআই তওহিদ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

গাংনীতে অসচ্ছল পরিবারকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসুচির আওতায় অসুস্থ্য অসচ্চল এক স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত মহিলাকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে গাংনীর ব্র্যাক অফিসে আনুষ্ঠানিক ভাবে আড়পাড়া গ্রামের শিরিনা খাতুন নামের এক মহিলাকে এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ব্য্রাকের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ ফজলুল হক,এলাকা ব্যাবস্থাপক নজরুল ইসলাম, এফও (সিইপি) বাবলু কুমার শীলসহ স্থানীয় গণ্যমন্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রয়াত্ত্ব চিনিকল বন্ধের পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেরুতে গেট মিটিং

রাষ্ট্রয়াত্ত্ব চিনিকল সমূহ বন্ধের পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেন্দ্রিয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলে কেরুর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮ টার সময় কেরুজ কেইন কেরিয়ার চত্তরে অনুষ্ঠিত গেট মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন কেরু এন্ড কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো.তৈয়ব আলী।

বক্তব্য রাখেন কেরু এন্ড কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক ও বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ও কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো.মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ-সভাপতি মো.মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মো.খবির উদ্দীন,সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহমেদ সবুজ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বন্ধ হওয়া চিনিকল গুলো চালু করে রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ঘোষনা করেছিলেন। মিল গুলোতে অনেক শ্রমিক ও কর্মচারীর সাথে আখচাষী, সাধারন ব্যবসায়ী জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সংসার চালিয়ে আসছেন।

এ ছাড়া শ্রমিক ও কর্মচারীর পেটে লাথি না মেরে কি ভাবে মিল গুলো চালু রেখে সেগুলিকে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়ার আহবান জানিয়েছেন তারা।

এ সময় কেরু এন্ড কোম্পানির সকল শ্রমিক ও কর্মচারী উপস্হিত ছিলেন, অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন কেরু এন্ড কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন দর্শনা চুয়াডাঙ্গা।